সাক্ষী থেকো অনাসক্তি

মুজিব হাসান

সাক্ষী থেকো অনামিকা

মুজিব হাসান

উৎসর্গ

আবুল কালাম মাহবুব স্যারকে
আপনার ওপর বর্ষিত হোক রহমমেদুর শিশিরধারা!

কথামুখ

আমার লেখালেখির শীলন-সময়টা কবিতা নিয়ে কেটেছে। হাতের লেখারখাতা আর ডায়েরির পাতায় ছড়িয়ে আছে সেসবের সাক্ষর। কবিতায়অন্ত্যমিল ও ছন্দের দ্যোতনা আমাকে মোহিত করে। মুক্তছন্দের কবিতা দারুণ ভালো লাগে। বুঝ পাখির রোঁয়া ওঠার বয়সটায় কবিতা ছিল আমার প্রাণসখী। যদিও এখন রকমফের গদ্য নিয়ে কাজ করছি, তবু কবিতা আমাকে সবসময় টানে। মূলত কবিতাই আমার গদ্যের শোভা। গদ্যের মোহন হারিয়ে ফেলি কবিতার ছোঁয়া না পেলে।

কবিতা লেখা হলেও নিজেকে 'কবি' হিসেবে পরিচয় দিতে খুব দ্বিধা লাগে। কারণ কবি হওয়ার মতো কবিতা-ভাণ্ডার এখনো আমার হয়নি। যেটুকু সঞ্চয় আছে, তাতে সময়ে সময়ে খুচরো কবিতা আর ভাংতি পঙক্তি জড়ো করি। এমনই কিছু পুঁজি দিয়ে—আমার পছন্দের কবিতা থেকে বাছাই করে—দাঁড় করালাম এই সংকলনটি। এগুলো আমার ওয়েবসাইটে পাবলিশড করতে চাইছিলাম। ডকুমেন্ট করার পর মনে হলো, ই-বুক আকারে প্রকাশ করি, তাহলে সব এক মলাটে থাকল। আমি পড়ে আরাম পেলাম, অন্যদেরও ভালো লাগল। এমন ভাবনা থেকে এ কাজটি করা।

এ কাজের পেছনে দুজন মানুষের শ্রম ও আন্তরিকতা আমাকে ঋদ্ধ করেছে। একজন আশরাফ আলী সোহান, এই ই-বুক তার হাত হয়ে এসেছে। আরেকজন খন্দকার যুবাইর, তার কারুকাজে শোভনীয় হয়েছে এ কাজ। দুজনের প্রতি রইল হৃদয়জ ভালোবাসা। সবকিছুর ওপরে আল্লাহর শোকর!

মুজিব হাসান
দক্ষিণ বনশ্রী, ঢাকা

কবিতাসূচি

সন্ধ্যাকাহন
মন ভিজে না
আমার লাশটা গুম হবে না
নিশিবান্ধব
হুরুন য়িন
রোদপ্রেয়স
নামতা পড়া শীত
ঘর পালানো ছেলে
বন্ধুর আকাশ
সংসার
মরণোত্তর
নৈশভোজ
ঈশ্বরের মুদ্রা
অনাঘ্রাতা
হারজিত
গল্পের গান
তাড়া
সোনাদিয়া দ্বীপ
কাপলেট

সন্ধ্যাকাহন

মাসাআল খাইর! মাসাআল খাইর!

খুব ধীরে ধীরে নামছে সন্ধ্যা
সাজছে পৃথিবী কাজল চোখ
আসমানি তার কাজলদানি
পাঠাল হাওয়াই সার্ভিসে।

পার্সেল খুলে রঙিন মোড়ক
অস্তাচলে দিই সেঁটে—
সন্ধ্যাকাজলে মায়াবী রজনি
চিলতে কাটা লালিম ঠোঁট।

মাসাআল খাইর! মাসাআল খাইর!

খুব ধীরে ধীরে নামছে সন্ধ্যা
পড়ছে আজান মাগরিবের
জামাত ধরার তাকাজা নিয়ে
ক্রস করে যাই রেলক্রসিং;

ক্রস করে যাই ল্যাম্পপোস্ট
আর মোটরযানের হেডলাইট
সোডিয়ামহীন এই শহরে
থাকছি না আর, যাই বলে—

মাসাআল খাইর! মাসাআল খাইর!

মে, ২০১৯

মন ভিজে না

বৃষ্টি হলে মন ভিজে না

কড়ইগাছের ডাল ভিজে যায়
শনের ঘরের চাল ভিজে যায়
গাঙের ঢেউয়ের তাল থেমে যায়
ডিঙি নাওয়ের পাল নেমে যায়

বৃষ্টি হলে মন ভিজে না

কদমগাছের ফুল ভিজে যায়
লাল বালিকার চুল ভিজে যায়
কলাপাতা দোল খেলে যায়
মনের আশা ভুল ঠেলে যায়

বৃষ্টি হলে মন ভিজে না

পাতিকাকের গা ভিজে যায়
কৃষ্ণকলির পা ভিজে যায়
মাতাল হাওয়া ধাঁ মেরে যায়
বুকের ভেতর ঘা মেরে যায়

বৃষ্টি হলে মন ভিজে না

কত কত লোক ভিজে যায়
আমার শুধু চোখ ভিজে যায়

জুন, ২০১৯

আমার লাশটা গুম হবে না

আম্মা, জানো তো
এই শহরে মরে গেলে
আমি আর গুম হব না
আমার লাশটা পৌঁছে যাবে
নিপুণ হাতে লেপা তোমার
চিনা মাটির লাল বারান্দায়

দেশ যে এখন স্বর্গের মতো
স্বর্গদেশের মর্গের মধ্যে
মমি থাকবে লাশটা আমার
কেউ নেবে না
চতুর্দিক জুড়ে থাকবে
শত শত নজরদারি

পুলিশবাঁশির পিঁপি থাকবে
ডাকসু ভিপির ভাষণ থাকবে
সাদাকালো সিসি থাকবে
চাপের মুখে ভিসিও আসবে

আম্মা, মনে রেখো
এই শহরে মরে গেলে
মিছিল হয়ে জন্ম নেব
আত্মা আমার জুড়ে থাকবে
গণমানুষের টাইমলাইনে
আমি হব আবরার ফাহাদ
ক্যাসিনোকে ভুলে সবাই
আমাকে নিয়ে স্ট্যাটাস দেবে

আম্মা জানো তো
লাশটা আমার গুম হবে না
যদিও-বা গুম হয়ে যায়
দেশজুড়ে আর ঘুম হবে না

অঘ্রান মাসের এক সকালে
সুন্দর একটা ঝিনুকবাক্সে
ফিরবে তোমার মানিক মিয়া

আমার লাশের গোর হবে মা

অক্টোবর, ২০১৯

নিশিবান্ধব

রাত বারোটার এই কবিতায়
এক পেয়ালা আঁধার ঢেলে
এক চা-চামচ আলো দিলাম—
তোমার ঘুমের খবর নিলাম।

আকাশথালার তারা ভাতে
দিলাম তোমার বাড়া পাতে
ছড়িভরা দুধ-জোছনা—
এই খেয়ে নাও রাতের খানা!

পানবিলাসের ইচ্ছে হলে
এই যে আমার কাব্যখাতা,
আদম-হাওয়ার কিচ্ছে বলে
চিবিয়ে যেয়ো পাতার পাতা!

শোনো এখন হেমন্ত রাত :
শেষের দিকে শীতের আদর
লাগলে নিয়ো দেহের চাদর
আরও নিয়ো কবোষ্ণ হাত।

নভেম্বর, ২০১৯

হুরুন য়িন

সুরমার মিহিদানা গচ্ছিত রেখে
চোখের ভেতরে চোখ কান্তকালো
প্রবাল দ্বীপে দুটো ডাগর ঝিনুক
সোনালি লাভার তাপে ঝলকিয়ে ওঠে!

ছিমছাম গোলগাল দুইখানা খোল
বেশ লাগা সুকোমল পাপড়ির লেস
পলকে পলকে গাঁথা মুক্তোর মালা
এসবের মালকিন হুরুন য়িন

ত্রিভুবনে নাম তার হুররাম খাতুন
বুকঘরে আমি তাকে হুর বলে ডাকি
একমনে তার নামে প্রেমায়াত পড়ি—

'ওয়া হুরুন য়িনুন
কা-আমসালিল লুলুয়িল মাকনুন'

নভেম্বর, ২০১৯

রোদপ্রেয়স

সকাল শুকানো রোদে হেঁটে হেঁটে ভিজে
গাংধোয়া বাতাসে জুড়াই শরীর—
খালি পায়ে ভরে নিয়ে মাটির চুমো
হাতের তালুতে জমাই আঙুলের ওম

সূর্যের গায়ে হলুদ, লেগেছে লগন
দূর্বাকোমল সাজায় শিশিরের ডালা;
একতোড়া চকচকে থানকুনি পাতা
আলোর বোঁটায় ফোটে নীল ছায়াফুল

সোহাগী কাদায় লেপা আলপথে হেঁটে
দেহের বয়ামে রাখি ঝলমলে রোদ;
হাওয়ার মিছিলে উড়ায় দুতারা মন—
সোনালি শোলকে গাঁথা রোদেলার প্রেম

নভেম্বর, ২০১৯

নামতা পড়া শীত

আলিফ লাইলা শীতের রাতে
কুয়াশাদের ধারাপাতে
বিহানবেলা ঘাসের পরে
শিশিরেরা নামতা পড়ে।

নামতা পড়েপরিযায়ী
কমলা হলুদ গাঁদাবিতান
নামতা পড়েশীতের সকাল
উদয়পাড়েজাগায়নিশান।

নামতা পড়েভোরের আজান
ঠাঁই দাঁড়ানো দূরের মিনার
সূর্য ছড়ায় আলোর দিনার
অযুত পাখির সাবাহি গান।

নামতা পড়া শীতের ভোরে
নামতা পড়ো বনি আদম
মন ডুবালে অন্য ঘোরে
নামতা পড়া হবে খতম।

ডিসেম্বর, ২০১৯

ঘর পালানো ছেলে

এই আমি এক ঘর পালানো ছেলে
বাড়ির সাথে দিই যে শুধু আড়ি
জমলে চোখে অভিমানের বারি
ঘর ফেলে যাই যেদিকে চোখ মেলে।

ঘর পালালাম ধান-বাদামের দিনে
হাওড়ের পানি বাড়ছে ধীরে ধীরে
তবুও আমি যাইনি ঘরে ফিরে
স্বজনের মন কাঁদে আমি বিনে।

শরতের মেঘ নীল আকাশের খামে
লিখল চিঠি ঘরে ফেরার কথা
ছিঁড়ল আমার অভিমানের লতা
ফিরলাম ঘরে স্বাগত সালামে।

দিন কাটে ফের ঘরকুনোটি হয়ে
সামনে আসে হাজার রকম বাধা
মনের জমিন অভিমানে কাদা
ঘর পালাব বসন্ত মলয়ে।

এপ্রিল, ২০২০

বন্ধুর আকাশ

আমার বন্ধু আকাশকে কাপড় পরাতে ভালোবাসে
আমি পছন্দ করি নীলাভ নগ্ন আকাশ
মেঘের সাদা থানের উপমা টেনে ও যখন বুনন করে পর্দানশিন পঙক্তি
বলি, বিধবাবিতানের চেয়ে ভালো নয় কি নীলকমলকান্তি?

আমি ওকে বলিনি, আকাশ চিরদিনই আবরণহীন
আভিধানিক ইলম দিয়ে সাবেত করিনি নগ্নতার বহস ও বাব
জানি, বন্ধুটি ভারি মুক্তছন্দপ্রিয়
তাই তাবলিগি মাশোয়ারার মতো নিজের খেয়াল পেশ করেই চুপ মারি

যেদিন থেকে বন্ধুটির মাথার ওপর থেকে সরে গেল পিতৃত্বের আকাশ,
সেদিন থেকেই ও মায়ের সাদা থানে আকাশকে কাপড় পরাতে ভালোবাসে

অক্টোবর, ২০২০

সংসার

সংসার যেন আম্মার হাতের
আটপৌরে পেতলের চুড়ি—
যাকে পেষে চলে অবিরাম
দাদির পান-সুপারি ছেঁচনির মতো
গার্হস্থ্য সমস্যাবলি

মার্চ, ২০২১

মরণোত্তর

মরে গেলে আর ফিরব না জেনে
আমাকে উৎসর্গ কোরো না কবিতার বই
একটু সময় করে আমার কবরে যেয়ো
শিয়রে দাঁড়িয়ে ঢেলো সুরা ইয়াসিনের পরাগ

দূর্বাঘাস আমার খুব প্রিয়
মরে গেলে নীল পলিথিন নয়,
দূর্বাদলে ঢেকে দিয়ো আমার কবর
ঘাসের জিকিরে মুখরিত হোক আলমে বরজখ

কবিতা লিখিয়েরা আজকাল কবি
মরে গেলে আমার জন্য এলিজি লেখবে বুঝি?
তোমার কবিতায় চমৎকার পাঞ্চ থাকে
মরে গেলে আমার জন্য লেখো কুরআনিক এলিজি

আগস্ট, ২০২১

নৈশভোজ

রাতের খাবারকে শেষ কবে নৈশভোজ মনে করে খেয়েছিলাম, মনে নেই
আজকাল ভুলে গেছি রাতের বেলায় দেখা ভাতের মুখ
পাতভরা ধোঁয়াওঠা গরম ভাত—
তরকারির ঝোল মেখে ঝাঁজালো করে শেষ কবে খেয়েছিলাম যেন!

দিনযাপনের প্রতিটি বিকেল নিকেল করি বন্ধুআড্ডায়
আমার তো বোর্ডিয়ের খানা, অসময়ে তুলতে পারি না
বন্ধুরা বাড়ি গিয়ে পেট পুরে ভাত খায়, আমি খাই হাদালোভা
মনে মনে বাজে—পিঠা খাও, চিড়া খাও, ভাতের মতো না...

ভাতের মতো ফুটে ওঠার বয়সে ভাতের সাথে আড়ি দিতাম
আম্মা বলতেন, রাতের বেলায় ভাত না খেলে আয়ু কমে
কতটুকু আয়ু কমে? হিসাব দিত বড় আপা—এক আন্ডার বয়স
রাতের বেলায় ভাত না খেয়ে আমি কি তবে আয়ু কমাচ্ছি?

চ্যাপা শুঁটকির ভর্তা আর গুরা মাছের ঝাল ঝাল সালুন দিয়ে
আয়েশ করে একথাল ভাত খেতে ইচ্ছে করছে খুব!

আগস্ট, ২০২১

ঈশ্বরের মুদ্রা

ঈশ্বর সুগন্ধ সৃষ্টি করলেন
সৃষ্টিকুলের অন্তরালে একে পুরে দিলেন হৃদয়ে
শিশির মতো হৃদয়ে বায়বীয় শক্তি নিয়ে সুগন্ধ পড়ে রইল
প্রথম যে সৃষ্টি এই মহার্ঘ দান পেল
ঈশ্বরের প্রতি বিনয়াবনত হয়ে একে চুপে রাখল নিজের ভেতর
সে হলো ফুল
সৃষ্টিকুল তাকে বরণ করে নিল ভালোবাসার প্রতীক হিসেবে
পবিত্রতার গুণে সচ্চরিত্রের সাথে উপমা হলো তার

ঈশ্বর দুর্গন্ধ সৃষ্টি করলেন
সৃষ্টিকুলের অন্তরালে একে পুরে দিলেন হৃদয়ে
হৃদয়ের শিশিতে বায়বীয় শক্তি নিয়ে পড়ে থাকতে সে অস্বীকৃতি জানাল
তার ওপর বর্ষিত হলো ঈশ্বরের অভিসম্পাত
পাকস্থলীতে স্থান হলো তার
সেখান থেকে রগতন্তুর সাথে আঁতাত করে পুনরায় ফিরতে চাইল হৃদয়ে
এই ধৃষ্টতায় ঈশ্বর ক্ষুব্ধ হয়ে তাকে ছড়িয়ে দিলেন বাতাসে
সে ছড়াতেই থাকল; স্থান পেল না কোথাও

সেপ্টেম্বর, ২০২১

অনাঘ্রাতা

অনাঘ্রাতা
উপুড় রোদের দুপুরগুলো
রক্তজবার কেশর হয়ে
দুলে আছে তোমার বুকে

রেণুর মতো মিহি-মেদুর
সুড়সুড়ি অনুভূতি
বেলিফুলের বোঁটার ভেতর
জাগছে কেবল

ফুলেরা সব অনাঘ্রাতা
বুকের ভেতর সুগন্ধসুখ
ভ্রমরেরা গন্ধবণিক
বিহার করে পরাগায়ন

অনাঘ্রাতা
গন্ধ তোমার মন্দ নয়!

সেপ্টেম্বর, ২০২১

হারজিত

ভালোবাসার গোলাপে যে কাঁটা থাকে
তার নাম অবহেলা—
কাউকে আমি অবহেলা করতে পারি না
বিশ্বাস করি, এটা আমার আদতে নেই
অথচ ভালোবাসার মানুষগুলো আমাকে প্রতিনিয়ত
অবহেলাপ্রবণ মনে করে

বলি—
আমি ভালোবাসা ফোটাতে পারি, ছিঁড়তে পারি না

ডিসেম্বর, ২০২১

গল্পের গান

এক একটা দীর্ঘশ্বাসের ফাঁতে
ভেতর থেকে গল্প ছুটে আসে
গল্পগুলো লিখি হাওয়ার পিঠে
সাক্ষী রাখি অনামিকাটিকে

অনামিকা আঙুলের নেই জোর
হাওয়ার পিঠে সে কী তোড়জোড়!
গল্পগুলো ওড়ে ফরফর
উথলে ওঠে কালো দুধের সর

আয়নামুখো হয় না কেন মন?
মনের ভেতর চলছে অনশন
অল্প ভাঙা গল্পগুলো জমে
দীঘল হয় আলিফ লাইলার ওমে

জানুয়ারি, ২০২২

তাড়া

এমন নয়টা-ছয়টার দিনে, ক্লান্তিতে মিইয়ে গেলে
বাসায় ফেরার খুব তাড়া জাগে
অফিস ছেড়ে পা চালাই হাওয়ার ওপর—
পল্টন মোড়ে গিয়ে ট্রান্স সিলভা বাসটি ধরতে হবে
এটাতে নিদারুণ ভিড় হয়
প্রায়দিনই যেতে হয় বাদুরঝোলা হয়ে
দয়াগঞ্জের ট্রাফিক খেয়ে নেয় বাকি প্রাণদটুকু
ভাবছি, এবার গমনপথ পাল্টাব

সকালে আসি গণপরিবহণে, সাশ্রয়ী সময় ও ভাড়া
গুলিস্তান ফ্লাইওভার দিয়ে চলে আসি বিদ্যুৎবেগে
এ পথে গেলেই তো হয় আমার
আপনি তো প্রতিদিন এ পথেই বাসায় ফেরেন

বায়তুল মোকাররম ছাড়িয়ে আমি আসছি
গুলিস্তানের গোলমালে—
আপনি কি দাঁড়িয়ে আছেন ওখানটায়?
চলেন, আজ একসাথে বাসায় ফিরি!

শোনেন, আজ আমার কোথাও যাওয়ার মন নেই
আসছি আমি, ধোলাইপাড়ের সিএনজি ডাকেন

ফেব্রুয়ারি, ২০২৩

সোনাদিয়া দ্বীপ

এইখানে বালুচরে, ঢেউ ভাঙে থরে থরে
তাঁবুখানি খাটিয়েছি সাগরলতার পরে
ঝাউবনে খেলে যায় নীল নীল হাওয়া—
ও সাগর, আমার কাছে তোমার কী চাওয়া?

আমি তো অতিথি পাখি, থাকি নগরে
তোমাকে দেখতে আসি কালেভদ্রে।
আমিও তোমার এক জলের স্বজন
তোমার নোনাজলে করি অবগাহন।
তোমার বুকে এত ঢেউয়ের বিষাদ
সর্বত জাগিয়েছে—কোন সে নিষাদ?

আমি তো নিষাদ নই, নই নিশাচর
আমারও বুকজুড়ে ব্যথার হাওড়—
তার মাঝে আটকেছে একখানা শিপ
তাতে চড়ে এলাম এই সোনাদিয়া দ্বীপ!

মার্চ, ২০২৩

কাপলেট

১.
জীবনের সাথে রোজ খেলে যাই কানামাছি
ভালো নেই; তবুও বলতে হয় ভালো আছি!

২.
সহজিয়া জীবনে কত কড়াকড়ি
বারবার নিজেকে ভাঙি আর গড়ি!

৩.
আমাকে জানিয়ে দিলে আল-বিদা
হবে ফের আজ কিবা কাল ফিদা!

৪.
চলার পথে সামনে এলে করো যদি সুতরা কায়েম
আল্লাহর কসম বলে দিলাম—আমি তবে ধুতরা খায়েম!

৫.
আমাকে জাগিয়ে দিয়ো দোয়েলের শিস
কিয়ামুল লাইলের লইব আশিস!

৬.
হাসপাতালে মরণের সাথে করে বাস
শেষকালে টাকা দিয়ে কিনে নিই লাশ!

আমি মুজিব হাসান। জন্ম ও নিবাস কিশোরগঞ্জ জেলার হাওড় এলাকায়। জামিয়া ইমদাদিয়া কিশোরগঞ্জ থেকে দাওরায়ে হাদিস, এরপর জামেয়া দারুল মাআরিফ চট্টগ্রামে আরবি সাহিত্য পড়েছি। প্রকাশনায় কাজের ইচ্ছা থেকে বর্তমানে সম্পাদনার কাজবাজ করছি। লেখালেখিতে আমার পছন্দের বিষয় কথাসাহিত্য। গদ্য ও উপন্যাস নিয়ে কাজ করছি। কবিতা আমার অবসরের সখী। ২০২৩ সালের একুশে বইমেলায় বের হয়েছে একটি গদ্যের বই—'পাঁচ পাপড়ির কাঁটা'। ব্যক্তিগত ওয়েবসাইটে পাবলিশড হয়েছে দুটো ই-বুক—'সাক্ষী থেকো অনামিকা' (কবিতা), 'রেনেসাঁর মনীষী মাওলানা আকরম খাঁ : মুসলিম সাংবাদিকতার জনক' (জীবনী সাহিত্য)।